বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-২০১৫

ANNUAL REPORT

2014-2015

Since 1972

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

TRADING CORPORATION OF BANGLADESH

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-২০১৫

Since 1972

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
টিসিবি ভবন, ১, কারওয়ান বাজার,
ঢাকা -১২১৫, বাংলাদেশ।

ফোন (পিএবিএক্স) ৮১৮০০৬৯-৭১
ফ্যাক্সঃ ৮১৮০০৫৭, ইমেইলঃ tcb@tcb.gov.bd
Website: www.tcb.gov.bd

সূচি

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	মুখবন্ধ	৩
২.	পটভূমি	৪-৭
৩.	পরিচালনা পর্ষদ	৮
৪.	টিসিবি'র অনুমোদিত জনবল অবকাঠামো-২৭৫	৯-১১
৫.	প্রকৌশল শাখা	১২
৬.	আমদানি শাখা	১৩-১৪
৭.	রপ্তানি শাখা	১৪
৮.	বাজার দর অনুসন্ধান ও গবেষণা	১৪-১৬
৯.	খালাস, পরিবহণ, গুদামজাতকরণ	১৭
১০.	বিক্রয় ও বিতরণ	১৭
১১.	অর্থ ও হিসাব	১৮
১২.	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ব্যালেন্সশীট ও আয় ব্যয় হিসাব (প্রভিশনাল)	১৮-১৯
১৩.	গত ৫ বছরের আর্থিক অবস্থান	২০
১৪.	অডিট আপত্তি	২০
১৫.	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের ব্যালেন্সশীট (অডিটকৃত)	-
১৬.	২০১৪-১৫অর্থ বছরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ (অডিটকৃত)	-

মুখবন্ধ

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ(টিসিবি) জনগণের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম। জন্মলগ্ন থেকেই ইহা আপদকালীন সময়ে জনগণকে মূল্যবান সেবা দিয়ে আসছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর মানুষের তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে টিসিবি প্রচুর পরিমাণ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী আমদানি করে। তাছাড়া ক্ষুদ্র শিল্পের জন্যও টিসিবি কাঁচামাল আমদানি করে। আমি আনন্দের সাথে উল্লেখ করছি বর্তমানে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য 'তৈরী পোষাক' রপ্তানির পথিকৃৎ হলো টিসিবি।

একথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমানে বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে সরকারি খাতের ভূমিকা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে টিসিবি'র আমদানি ও রপ্তানি সীমিত হয়ে পড়েছে। তবুও ভোক্তাদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে টিসিবি'র করণীয় রয়েছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে টিসিবি'র আমদানি কয়েকটি নির্দিষ্ট পণ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এতদসত্ত্বেও বর্ণিত অর্থ বছরে টিসিবি দেশের বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য স্থিতিশীল রাখতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। এ সাফল্য অর্জন বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতার কারণেই সম্ভব হয়েছে।

সংস্থার সর্বাঙ্গীন সাফল্যের জন্য আমরা আমাদের সকল ক্রেতা, ডিলার এবং ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। টিসিবি'র যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী এ প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশনার কাজে সহায়তা করেছে তাঁদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু সালেহ মোঃ গোলাম আম্বিয়া, পিবিজিএম
এনডিসি, এএফডব্লিওসি, পিএসসি
চেয়ারম্যান

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)

পটভূমিঃ

১৯৭২ সনে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৬৮/১৯৭২ এর মাধ্যমে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর হতে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে টিসিবি প্রচুর পরিমান নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য নানাবিধ শিল্প কাঁচামাল আমদানি করে। রপ্তানির ক্ষেত্রেও টিসিবি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ১৯৭৫ সনে বাংলাদেশ থেকে তৈরী পোষাক বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে টিসিবি পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে। প্রচলিত ও অপ্রচলিত বহু সামগ্রী টিসিবি'র মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়। সরকারী সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাজার তথ্য অধিদপ্তর (Directorate General of Prices and Market Intelligence (DGPMI) ৩১-১২-১৯৮৯ তারিখ থেকে বিলুপ্ত করে উক্ত অধিদপ্তরের মূল্য ও বাজার তথ্য মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যক্রম সরকারী প্রজ্ঞাপন বলে টিসিবি'র উপর অর্পিত হয়। সরকারী নির্দেশের আলোকে টিসিবি উক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে আসছে এবং প্রতিদিনই টিসিবি'র ওয়েব সাইটে তা' সকলের জন্য নিয়মিত প্রদর্শন করছে। রাষ্ট্রপতির আদেশের আলোকে টিসিবি নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করেঃ

(ক) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নীতিমালা অনুযায়ী দেশের সকল স্থান থেকে কিংবা সকল দেশে মালামাল, পণ্যদ্রব্য, সামগ্রী আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করা এবং সরকারের নির্দেশনা অনুসারে জরুরী পণ্যদ্রব্যের পর্যাপ্ত বাফার স্টক গড়ে তোলা এবং তা বজায় রাখা;

(খ) সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আমদানিকৃত পণ্যের বিক্রয় ও বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং সে লক্ষ্যে ডিলার/এজেন্ট ইত্যাদি নিয়োগ করা এবং উক্ত কার্যক্রমের সংগে সম্পৃক্ত ও সহায়ক সকল আনুষঙ্গিক কাজ কর্ম সম্পাদন করা।

এছাড়াও বাজারে পণ্য দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখতে টিসিবি'র গুরুত্ব অপরিসীম। তাই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জনগণের স্বার্থেই টিসিবি'র ন্যায় একটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক সংস্থা কার্যকর থাকা একান্ত আবশ্যক। সে গুরুত্ব অনুধাবন করেই বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই টিসিবিকে সক্রিয় ও শক্তিশালী করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

২। টিসিবিকে শক্তিশালীকরণের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপঃ

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপরীতে ফসলের উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান পরিস্থিতি, জলবায়ু পরিবর্তনের চরম বাস্তবতার কারণে সারা বিশ্বের ফসলের উৎপাদনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের চিনি ভোজ্য তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটি পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বর্তমান সরকার জনগণের নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কে শক্তিশালীকরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে ইতোমধ্যে আংশিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। পুরোপুরি সফলতা অর্জনে আর্থিক, প্রশাসনিক ও আইনগত জটিলতা নিরসণকল্পে কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। এসব প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ সম্ভব হলে টিসিবি তার দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করতে সক্ষমতা অর্জন করবে। গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ নিম্নরূপঃ

২.১ টিসিবি'র পণ্যের মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

পরিকল্পনা অনুযায়ী সংগৃহীত পণ্যের মজুদ রাখতে ইতোমধ্যে গুদামের ধারণক্ষমতা অস্থায়ী ও স্থায়ীভাবে বৃদ্ধির কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। পূর্বে টিসিবি'র নিজস্ব গুদাম ধারণক্ষমতা ৯,৫৭০ মেঃ টন ছিল। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে চট্টগ্রামে টিসিবি'র নিজস্ব জায়গায় ৮,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৪০,০০০ বর্গফুটের একটি গুদাম নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। ফলে টিসিবি'র নিজস্ব গুদামে বর্তমান মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫,০৮০ মেঃ টনে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, মৌলভীবাজার, বরিশাল, টাংগাইল এবং ক্যাম্প অফিস ময়মনসিংহে মাসিক সর্বমোট ৬(ছয় লক্ষ) টাকা হিসেবে সর্বমোট ২৯,৯৮৭ (উনত্রিশ হাজার নয় শত শাতাশি) মেঃ টন পণ্য ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম ভাড়া করা হয়েছে। বর্তমানে টিসিবি'র মোট পণ্যের মজুদ ক্ষমতা ৪৫, ৭৬৭ (পয়তাল্লিশ হাজার সাত শত সাতষট্টি) মেঃ টন। পণ্যের মজুদ ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিটিএমসির গুদাম ভাড়া নেয়ার পাশাপাশি খাদ্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত বিভাগের গুদাম ভাড়া নেয়া হয়েছে। টিসিবি'র লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আরও ৫০(পঞ্চাঁশ) হাজার মেঃ টন পণ্য মজুদের জন্য গুদাম ভাড়া নেয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, গুদাম ভাড়া বাবদ বাৎসরিক আনুমানিক ১.০০(এক) কোটি টাকা প্রদান করতে হবে। তবে সমপরিমান পণ্যের মজুদ রাখার জন্য টিসিবি'র জায়গায় গুদাম নির্মাণে প্রায় ৫০.০০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। এ জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল পাওয়া গেলে অস্থায়ীভাবে গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থায়ীভাবে গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।